গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
প্রোগ্রাম শাখা

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এন এম জিয়াউল আলম সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৯ মে ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ১.৪৫ ঘটিকায়
স্থান	Zoom Cloud Platform.
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো: আব্দুল মান্নান, পিএএ (অতিরিক্ত সচিব)-কে সভার আলোচ্যসূচি ও প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান। এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রগতি ও প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন।

২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-১: পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ এবং সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা :

ক্রম	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৩.১	সরকারি সকল ফি অনলাইনে একপে-এর মাধ্যমে প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন-এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সরকারি সকল ফি অনলাইনে একপে-এর মাধ্যমে প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ ধরনের সরকারি ফি একপে প্লাটফর্মে সংযুক্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে ৫০টি সরকারি ফি উক্ত প্লাটফর্মে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.২	ই-নথি সিস্টেম ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে অতিদ্রুত স্থানান্তর করতে হবে এবং নথি সিস্টেমের নতুন ভার্সন চালু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত ৮২০০-এরও অধিক অফিস ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (এনডিসি) থেকে ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও, আগামী জুন ২০২১ মাসের মধ্যে আরও ৩০০০ নতুন অফিস ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ই-নথি সিস্টেমের নতুন ভার্সনটি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩.৩	এটুআই-এর উদ্যোগসমূহের প্রচার কার্যক্রমের মনিটরিং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩২.০০১.১৮.২১ স্মারকে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিজিটাল সেবা বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমের মনিটরিং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

৩.৪	প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের ক্রয়পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ ও সফটওয়্যার-এ আপলোড করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের সংশোধিত ক্রয়পরিকল্পনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩.৫	জেলা ব্র্যান্ডিং-এর আওতায় একশপের প্রচার কার্যক্রম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জেলা ব্র্যান্ডিং-এর আওতায় একশপের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ১৪টি জেলায় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি জেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.৬	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে হস্তান্তর করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেমটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমটি ৬টি জেলা এবং ০২টি বিভাগে (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) মে ২০২১ মাস হতে চালু হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩.৭	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩২.০০১.১৮.২১ স্মারকে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ই-গভ Ranking-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ই-গভ Ranking-এর অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তত্ত্বাবধান করছে। ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২ মে ২০২১ তারিখে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, ই-গভ Ranking-এর অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের অংশগ্রহণে গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, ই-গভ Ranking বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের অংশগ্রহণে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
	খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান-বিষয়ক সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান-বিষয়ক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩.৮	ই-জুডিশিয়ারি কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে সভা আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর 'হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম'-এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ই-জুডিশিয়ারি কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সভা আয়োজিত হয়েছে। এছাড়াও, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব-এঁর অংশগ্রহণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুন-২০২১ মাসে এ বিষয়ক পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর 'হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম'কে উক্ত কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
৩.৯	সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রচলনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রচলনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১০	প্রকল্প দলিল পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প দলিল পরিমার্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী জুন ২০২১ মাসে এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে।

আলোচ্যসূচি-২: প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৮৫৯৮.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ১৫ মে ২০২১ পর্যন্ত ৬৭৯৮.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এই অর্থবছরের মধ্যে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ ব্যয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আনুমানিক ব্যয়			
(লক্ষ টাকায়)			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১। প্রাথমিক	48,544.62	40,364.82	8,179.80

কোয়ার্টার ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি							লক্ষ টাকায়	
	১ম		২য়		৩য়		৪র্থ	
	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
লক্ষ্যমাত্রা	1,878	24.30%	2,121	27.44%	2,345	30.34%	1,384	17.91%
অগ্রগতি (প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দের ভিত্তিতে)	2,312	29.92%	2,250	29.11%	1,768	22.88%	468	6.06%
চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	2,312	29.92%	4,562	59.03%	6,330	81.91%	6,798	87.96%

ক্রম	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট	প্রকল্পের মোট ব্যয়	১৫ মে ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)			
				এডিপি ২০২০-২১ বরাদ্দ	জিওবি অংশের ৮৫% বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	কম্পোনেন্ট ১ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ)	19,210.21	2,826.77	2,481.34	2,230.39	1,826.77	81.90%
২	কম্পোনেন্ট ২ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)	22,000.81	5,300.42	4,587.5	4,123.5	3,703.45	89.81%
৩	কম্পোনেন্ট ৩ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	7,333.60	1,766.81	1,529.2	1,374.5	1,267.82	92.24%
মোট		**48,544.62**	**9,894.00**	**8,598.00**	**7,728.45**	**৬৭৯৮.০৪**	**87.96%**

আলোচ্যসূচি ৩: গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন:

ক) ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৯৬৯ টি জিটুসি সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ৫১টি মন্ত্রণালয়/দপ্তর ও মাঠ প্রশাসনের ৯৯৮টি জিটুসি সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ডিএসডিএল-এর মাধ্যমে ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১,৫৯৩টি সেবার

ডিজিটাইজেশনের ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৮টি দপ্তরের ৭৪টি ডিজিটাল সিস্টেম তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৬টি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে। ২০২১ সালের জুনের মধ্যে আরও ২টি মন্ত্রণালয়/দপ্তরের (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ডাক অধিদপ্তর) ১৭২টি সেবার ডিজিটাল ডিজাইন সম্পন্ন হবে। ডিএসডিএল-এর মাধ্যমে ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন টেকসইকরণে একটি গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ডিজিটাল সেবা প্রস্তুত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

খ) ই-নথি বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ই-নথি বর্তমানে ৮ হাজারেরও অধিক সরকারি অফিসের ১ লক্ষেরও অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবহার করছেন। অদ্যাবধি, প্রায় ১ কোটি ৫১ লক্ষেরও অধিক ফাইল ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত ৮২০০-এরও অধিক অফিস ইতোমধ্যে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (এনডিসি) থেকে ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। আগামী জুন ২০২১ মাসের মধ্যে আরো ৩০০০ (তিন হাজার) নতুন অফিস ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও তিনি জানান যে, ই-নথি সিস্টেমের নতুন ভার্সনটি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি আরও ৩০০০ (তিন হাজার) নতুন অফিস ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ) '৩৩৩' বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে এ পর্যন্ত মোট ৩ কোটিরও অধিক কল গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ২২ হাজারেরও অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ও ৬ হাজারেরও অধিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, ইতোমধ্যে টেলিমেডিসিন সেবা পেতে এই হেল্পলাইনে ৫১ লক্ষেরও অধিক কলের মাধ্যমে নাগরিকগণ সেবা গ্রহণ করেছেন। ৩৩৩-২ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ ত্রাণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং নাগরিকদের ২০ লক্ষেরও অধিক ত্রাণ-বিষয়ক কল গৃহীত হয়েছে। নাগরিকগণ ৩৩৩-৫ নম্বরের মাধ্যমে ডায়াল করে নিত্যপণ্য অথবা ঔষধ ক্রয় করতে পারছেন। এখন পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে ৭.৫৮ লক্ষেরও অধিক নাগরিক কল করে নিত্যপণ্য সরবরাহ-সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, এ হেল্পলাইনে ২৩ লক্ষেরও অধিক তথ্যসেবা-সংক্রান্ত কল গৃহীত হয়েছে। এই হেল্পলাইনে ৫০ হাজারেরও অধিক কলের মাধ্যমে নাগরিকগণ পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধন-বিষয়ক সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, ৩৩৩-এর সেবার মান উন্নত করার জন্য জনগণের মতামত প্রাধান্য দিয়ে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চালু করা হয়েছে সিটিজেন রেটিং সিস্টেম যেখানে এখন পর্যন্ত ১৫৬২৪৫ জন নাগরিক ৩৩৩-এর সেবা নিয়ে রেটিং দিয়েছেন। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ৩৩৩ উদ্যোগটি টেকসইকরণের লক্ষ্যে একটি ব্যবসায়িক মডেল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন-এর রেটিং সিস্টেমটি অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমানে আইভিআর ব্যবহার করে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনের সিটিজেন রেটিং সিস্টেম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ঘ) 'সিভিল সার্ভিস-২০৪১' বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বৈশ্বিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম সিভিল সার্ভেন্ট তৈরির লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিস-২০৪১ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, 'সিভিল সার্ভিস-২০৪১'-এর খসড়া ডিজাইন এবং কারিকুলাম কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি উক্ত উদ্যোগের প্রশংসা করে জানান যে, এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ই-গভ Ranking-এ বাংলাদেশের অগ্রগতি সাধিত হবে।

ঙ) 'মিশন সিএমএসএমই' বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিচালক জানান
যে, দেশের কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জন্য সুষ্ঠু কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ টুআই প্রকল্প হতে মিশন সিএমএসএমই বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে-

ক) Unique Identification System
খ) Access to Skills
গ) Access to Finance
ঘ) Access to Market

এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল-এর মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: হাফিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের একশপ প্লাটফর্ম-এ অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের হেড অফ ই-কমার্স, জনাব রেজওয়ানুল হক জামি জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের একশপ প্লাটফর্ম-এ অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চ) মন্ত্রণালয়ভিত্তিক চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব ভিত্তিক দক্ষ প্রশাসন তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এবং অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন-বিষয়ক ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে মোট ৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৬টি প্রকল্প চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের উপযোগী অগ্রসরমান প্রযুক্তি-সমূহ ব্যবহার করে সম্পাদন করা হবে এবং বাকী ২টি প্রকল্প চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। তিনি আরও জানান যে, চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চাহিদার আলোকে বাস্তবায়নাধীন ৫০টি পেশা ভিত্তিক পাইলট উদ্যোগ/প্রকল্পের মধ্যে ৪টি পেশার প্রকল্প বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়ন শুরু করা হয়েছে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে ২০টি সম্ভাবনাময় পেশার কম্পিট্যান্সি স্ট্যান্ডার্ড-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৩টি সম্ভাবনাময় পেশার কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ-বিষয়ক ৫টি কর্মশালা জুন ২০২১-এর মধ্যে আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চাহিদার আলোকে বাস্তবায়নাধীন ৫০টি পেশা-ভিত্তিক পাইলট উদ্যোগ/প্রকল্পের মধ্যে ৩০টি সম্ভাবনাময় পেশার কম্পিট্যান্সি স্ট্যান্ডার্ড-এর খসড়া চূড়ান্ত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে ৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী উদ্যোগসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-৪: ডিজিটাল জুডিশিয়ারি/কোর্ট বাস্তবায়ন-বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ই-মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৭৬ হাজারেরও অধিক মামলা পরিচালনা করা হয়েছে ও ৮৯ কোটি টাকারও অধিক ফি আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, এ অর্থবছরে দেশের ১৫টি জেলার প্রতি জেলায় ২ দিন করে ই-মোবাইল কোর্ট ও ভার্চুয়াল কোর্টের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল কোর্ট অর্থাৎ ই-সার্টিফিকেট কোর্ট এবং ই-নির্বাহী আদালত সিস্টেমের ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, কোভিড-১৯ দুর্যোগকালীন আদালতের কার্যক্রম চলমান রেখে ডিজিটাল জুডিশিয়ারি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল কোর্ট (My Court) প্ল্যাটফর্মটি সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং অধীনস্ত কোর্টসহ মোট ২২৫টি আদালতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রায় ২০,০০০ ডিজিটাল জামিন আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে ৬৪ জেলায় ভার্চুয়াল কোর্ট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ ভার্চুয়াল কোর্ট বাস্তবায়নের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিজিটাল জুডিশিয়ারি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ এবং ডাটা সেন্টার হোস্টিং বাবদ অর্থের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ এবং ডাটা সেন্টার খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। সভাপতি উক্ত প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচি-৫: ডিজিটাল হেলথ বাস্তবায়ন-বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কোভিড-১৯ টেলিহেলথ সেন্টার হতে গত ১৫ জুন ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৪,২৩,৫৫১ জন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে ফোন করে ৫ লক্ষের অধিক নাগরিক কোভিড-১৯-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য সেবা ও ডাক্তারি পরামর্শ নিয়েছেন। কোভিড সাসপেক্টেড নাগরিকদের কমিউনিটি সাপোর্ট টিম-এর মাধ্যমে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ২৬,০৭৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, মা টেলিহেলথ সেন্টার থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩, ৮০,৪০৯ জন মা-কে সেবা প্রদান করা হয়েছে। মা টেলিহেলথ সেন্টারের কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন, টেকসইকরণ এবং সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং এটুআই-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, টেলিহেলথ সেবা সম্প্রসারণ ও টেকসইকরণে একটি ব্যবসায়িক মডেল এবং SOP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ জানান যে, বর্তমানে ১০ জন চিকিৎসকের মাধ্যমে টেলিহেলথ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং জুন ২০২১ মাসের মধ্যে টেলিহেলথ সেবার টেকসই মডেল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি-৬: সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন উদ্যোগের আওতায় উত্তম চর্চাসমূহের বৈশ্বিক পরিসরে বাস্তব ায়ন:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন উদ্যোগের আওতায় ইতোমধ্যে কলম্বিয়া ও তুরস্কে এটুআই-এর উদ্ভাবনী উত্তম চর্চা, Ekshop, সোমালিয়া ও জর্ডান এ NISE3, পেরু-তে SDG Tracker, ফিজি-তে Digital Service Design Lab (DSDL), ফিলিপাইন-এ My GoV, Digital Center, Service Process Simplification বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামীতে (২০২১ এবং তৎপরবর্তী সময়ে) কম্বোডিয়া তে Digital Service Accelerator, কসোভো, নাইজেরিয়া, নেপাল, সুদান, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন-এ NISE3, সাউথ আফ্রিকা-তে Digital Center, উগান্ডা-তে Teachers Portal ও Muktopath, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সুদান, জর্ডান-এ Ekshop, ইথিওপিয়া-তে Empathy Training শীর্ষক উত্তম চর্চাগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের উত্তম চর্চাসমূহ বৈশ্বিক পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন উদ্যোগের আওতায় উত্তম চর্চাসমূহের বৈশ্বিক পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের জিওবি অংশে 'সিড ফান্ডিং'-এর মাধ্যমে অর্থায়নের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। সভাপতি উক্ত বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর সভাপতি জনাব সৈয়দ আলমাস কবীর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন উদ্যোগের আওতায় এটুআই প্রকল্পের উত্তম উদ্যোগসমূহ বিদেশে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিজিটাল সিস্টেম তৈরিতে দেশীয় আইটি কোম্পানিসমূহকে প্রাধান্য দিতে অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের পলিসি স্পেশালিস্ট (স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট) জনাব আসাদ-উজ-জামান জানান যে, বিভিন্ন দেশীয় আইটি কোম্পানি বিদেশে ডিজিটাল সিস্টেম তৈরির কাজ করছে। (বেসিস)-এর সভাপতি জনাব সৈয়দ আলমাস কবীর এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম বেসিস-এর মাধ্যমে পরিচালনা করার অনুরোধ জানান। সভাপতি সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন উদ্যোগের আওতায় এটুআই প্রকল্পের উত্তম উদ্যোগসমূহ বিদেশে বাস্তবায়নের জন্য দেশীয় আইটি কোম্পানিসমূহকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং এটুআই ও বেসিস-এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে 'এটুআই-বেসিস ই-গভ হাব পোর্টাল'-এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন-বিষয়ক একটি সভা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে জানান।

আলোচ্যসূচি-৭: বিবিধ

ক) পরিবহন পুল ভবনে নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্মকর্তাদের বসার পর্যাপ্ত স্থান নিশ্চিতে পরিবহন পুল ভবনে নতুন অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি পরিবহন পুল ভবনে এটুআই প্রকল্পের নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্পের যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম পিএএ-কে সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করেন।

৩) সভায় আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৩.১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের একশপ প্লাটফর্ম-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩.২। সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে ডিজিটাল জুডিশিয়ারি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ এবং ডাটা সেন্টার খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;

৩.৩। মা টেলিহেলথ সেবা সম্প্রসারণ ও টেকসইকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি প্রমিত মডেল এবং SOP প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনে অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে;

৩.৪। প্রকল্পের উত্তম চর্চাসমূহ বৈশ্বিক পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিতব্য প্রকল্প দলিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;

৩.৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং এটুআই ও বেসিস-এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ‘বেসিস ই-গভ হাব’ কমিটি-এর সভা আহ্বান করতে হবে; এবং

৩.৬। পরিবহন পুল ভবনে এটুআই প্রকল্পের নতুন অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৪) পরিশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৩.৩২.০০৫.২০.২০৩

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
৩০ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২) সিনিয়র সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।
৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫) সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
৬) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৭) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
৮) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

৯) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১০) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

১১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

১২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৩) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

১৪) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।

১৫) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।

১৬) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৭) অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৮) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

১৯) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম।

২০) মহাপরিচালক (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

২১) পরিচালক, পরিচালক - ৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২২) যুগ্ম-প্রধান, প্যামস্টেক অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

২৩) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।

২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৬) আবাসিক প্রতিনিধি, উধ্বতন কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ।

২৭) সভাপতি, এফবিসিসিআই।

২৮) সভাপতি, ডিসিসিআই।

২৯) সভাপতি, বেসিস।

৩০) সভাপতি, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

৩১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

রোজিনা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব